খসড়া (৩০-০৬-২০১৬)

২০১৬ সনের ..... নং আইন

কৃষি জমি সুরক্ষা ও ব্যবহার আইন, ২০১৬

যেহেতু ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে পরিকল্পিত আবাসন, বাড়িঘর তৈরি, উন্নয়নমূলক কাজ এবং শিল্প-কারখানা বা রাস্তাঘাট নির্মানের কারণে প্রতিনিয়তই ভূমির প্রকৃতি ও শ্রেণীগত ব্যবহারের পরিবতন হইতেছে, দেশের বিস্তীর্ণ এলাকার কৃষি জমি, বনভূমি, টিলা, পাহাড় ও জলাশয়/শ্রেণীমহাল বিনষ্ট হইয়া খাদ্য শস্য উৎপাদন হুমকির মুখে পড়িতেছে এবং পরিবেশের মারাত্মক বিপর্য্য় ঘটিতেছে ফলে অপরিকল্পিত বাড়িঘর, শিল্প-কারখানা বা রাস্তাঘাট তৈরি রোধ করিয়া ভূমির শ্রেণী বা প্রকৃতি ধরিয়া রাখিয়া পরিবেশ ও খাদ্য শস্য উৎপাদন অব্যাহত রাখিবার উদ্দেশ্যে এবং কৃষি জমি ও কৃষি প্রযুক্তির প্রায়োগিক সুবিধার সুরক্ষাসহ ভূমির পরিকল্পিত ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়, সেইহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবতন।

(১) এই আইন ‘কৃষি জমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার আইন, 2016- নামে অভিহিত হইবে।

(২) সমগ্র বাংলাদেশে এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।– বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) “সরকার” অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয়;

(২) “বিধি” অর্থ এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি;

(৩) “কর্তৃপক্ষ” বলিতে ভূমি মন্ত্রণালয় অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্য কোন কর্তৃপক্ষকে বুঝাইবে;

(৪) “কমিটি” বলিতে এই আইনের উদ্দেশ্যকল্পে ভূমি ব্যবহার এবং ভূমি জোনিং কাযক্রম বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য গঠিত কমিটিকে বুঝাইবে;

(৫) ভূমি, কৃষক, কৃষিজীবী, অকৃষি প্রজা, এস্টেট, কালেক্টর, গ্রাম, বসতবাটি, রাজস্ব অফিসার, সিকস্তি-পয়স্তি জমি প্রভৃতির সংজ্ঞা ‘রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০’ এর বিভিন্ন ধারায় বর্ণিত সংজ্ঞা অনুযায়ী হইবে;

(৬) ‘কৃষি জমি বলিতে-সফলী জমি, বনভূমি, গোচারণ ভূমি, খড় উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত ভূমি, পশুখাদ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য ব্যবহৃত ভূম, চা উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত ভূমি, ব্যক্তিগত বনভূমি, ফসল উদ্ভিদ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত ভূমি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত ভূমি, শিল্প বহির্ভূমি বনভূমি যা কৃষি কাজের আবিচ্ছেদ্য অংশ এবং অন্যান্য ভূমি যাতে ফলফুল, শাক-সবজি, মসলা, ডাল, তেল, কন্দাল, খাদ্য, আঁশজাতীয় ফসল, ঔষধি, সুগন্ধি, প্রাকৃতিক রং, বাঁশ, বেত, হোগলা, গোলপাতা ও

অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন করা হয়। স্ট্রীপ ক্রপিং বা রিলে ক্রপিং এর জন্য ব্যবহৃত ভূমি, জলাশয় (নদী, খাল, নালা, ডোবা, হাওড়, দীঘি, পুকুর ইত্যাদি) যেখানে মাছ চাষের পাশাপাশি ফসল উৎপাদন করা হয় বা উৎপাদনের সুযোগ আছে এইরূপ ভূমিসহ বিভিন্ন ধরণের আচ্ছাদন ফসল উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত ভূমি কৃষি জমির অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(৭) "জলমহাল" বলিতে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত 'সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯' এর ২ (গ) ধারায় সংজ্ঞায়িত- ***"জলমহাল এমন জলাশয়কে বুঝাবে যেখানে বছরের একটি সময় বা সারা বছর জলমগ্ন থাকে এবং যা হাওর, বাওর, বিল, ঝিল, পুকুর, ডোবা, হ্রদ, দীঘি, খাল, নদী, সাগর ইত্যাদি নামে পরিচিত। এমন জলমহাল বন্ধ বা উন্মুক্ত হতে পারে। বন্ধ জলমহালের নির্দ্দিষ্ট চতুঃসীমা থাকবে এবং উন্মুক্ত জলমহালের ক্ষেত্রে কোন নির্দ্দিষ্ট চতুঃসীমা থাকবে না"-*** এইরূপ জলাভূমিকে বুঝাইবে;

(৮) "বনভূমি" বলিতে 'বন আইন, ১৯২৭' এ বির্ণত সংরক্ষিত সংরক্ষিত-রক্ষিত বন ও সরকার কর্তৃক গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে 'বন' হিসাবে ঘোষিত কোন এলাকাকে বুঝাইবে;

(৯) "বালুমহাল" বলিতে বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন ২০১০ এর ২(৭) ধারায় বর্ণিত সংজ্ঞা এবং যে সকল উন্মুক্ত স্থানে, ছড়ায় এবং নদীর তলদেশে উত্তোলনযোগ্য বালু বা মাটি সংরক্ষিত আছে যাহা পরিবেশ অক্ষুন্ন আহরণযোগ্য যাহা বালুমহাল হিসাবে ঘোষিত;

(১০) "ভূমি জোনিং" বলিতে একটি সুনির্দ্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকাকে ইহার ভূমির ব্যবহার, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট ও বিদ্যমাণ গুণাগুণ বিশ্লেষণ পুর্বক নির্দ্দিষ্ট সীমারেখা দ্বারা বিভিন্ন অঞ্চলে চিহ্নিতকরণ ও এতদসংক্রান্ত প্রস্তুতকৃত মানচিত্রকে বুঝাইবে;

(১১) "ভূমিহীন" বলিতে "কৃসি কাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৭" এর ১০.০ ধারায় বর্ণিতঃ-

"ভূমিহীন পরিবারঃ

(ক) যে পরিবারের বসতবাড়ী ও কৃষি জমি কিছুই নাই, কিন্তু পরিবারটি কৃষি নির্ভর;

(খ) যে পরিবারের ১০ শতাংশ পর্যন্ত বসতবাটি আছে কিন্তু কৃষি যোগ্য জমি নাই এইরূপ কৃষি নির্ভর পরিবারও ভূমিহীন হিসাবে গণ্য হইবে"- বলিয়া বুঝাইবে;

(১২) 'জোত' বলিতে জমির একটি খন্ড খন্ডসমূহ অথবা ইহার একটি অবিভক্ত হিস্যা যাহা একজন ভূমি মালিক কর্তৃক দখলকৃত এবং একটি পৃথক প্রজাস্তত্বের বিষয়বস্তুকে বুঝাইবে;

(১৩) 'খাস জমি (Khas Land)' বলিতে ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল, ১৯৯০ এর ৪২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত খাস জমির সংজ্ঞা এবং রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ২ ধারার (১৫) উপধারার বিধান মোতাবেক কোন

ব্যক্তি খাস জমি বা খাস দখলীয় জমি বুঝাইতে স্বীয় দখলকৃত ভূমি ছাড়াও গৃহাদি ও উহার সন্নিহিত জমি ও সংযুক্ত বস্তুসহ ভাড়া দেওয়া জমিকেও অন্তর্ভূক্ত করে, যাহা চিরস্থায়ীভাবে ইজারা বা ভাড়া দেওয়া নয়;

(১৪) চিংড়ি মহাল: ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-ভূম/শা-৮/চিংড়ি/২২৭/৯১/২১৭, তারিখ: ৩০-০৩১৯৯২ইং পরিপত্রে চিংড়ি মহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালার (৩) ধারায় বর্ণিতঃ-

"চিংড়ি মহাল এলাকাঃ

(ক) বর্তমান চিংড়ি চাষের এলাকাসমূহকে চিংড়ি মহাল হিসাবে ঘোষণা করা হইবে। ঘোষিত এলাকা ম্যাপও অন্যান্য কাগজপত্রাদি জেলা সদরে সংরক্ষণ করিতে হইবে যাহাতে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের আওতায় ঘোষিত এলাকার আয়তন পূর্ণাঙ্গ বিবরণসহ অন্তর্ভূক্ত হয়। জেলা সদরে সংরক্ষিত কাগজাদির কপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে এবং মন্ত্রণালয়ের একজন সুনির্দিষ্ট অফিসার তাহা সংরক্ষণ ও সম্ভব Computerized করিবেন। ইজারা প্রদানকারীদের নাম ও অন্যান্য বিবরণ এবং পরবর্তীতে তাহাতে কোন পরিবর্তন হইলে তাহাও মন্ত্রণালয়ে সংরক্ষণ করিতে হইবে।" এছাড়াও সরকার কর্তৃক ঘোষিত চিংড়ি চোষের এলাকাসমূহকে চিংড়ি মহাল হিসাবে বিবেচনা করা হইবে;

(১৫) "সায়রাতমহাল" বলিতে ঐ সকল ভূমিকে বুঝাইবে যাহা হইতে ভূমি উন্নয়ন কর ব্যতীত অন্যান্য উপায়েও কর ও রাজস্ব আদায় করা হয় এবং যাহার মধ্যে জলমহাল, বালুমহাল, পাথরমহাল, হাটবাজার, খেয়াঘাট, ফেরীঘাট, বাগানমহাল, খড়মহাল, ছনমহাল ইত্যাদি জাতীয় বিবিধ কর আদায়যোগ্য ভূমি বা মহালকে বুঝাইবে।

৩। **আইনের প্রাধন্য।—** অন্য কোন আইনে কৃষি জমি সুরক্ষা, ভূমি ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বা ভূমি জোনিং সম্পর্কে যাহা কিছুই বলা থাকুক না কেন এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে এবং যাহা অবিলম্বে কাযকর হইবে।

৪। **কৃষি জমি সুরক্ষা।—**(১) বাংলাদেশের যে সকল কৃষি জমি রহিয়াছে, তাহা এই আইনের মাধ্যমে সুরক্ষা করিতে হইবে এবং কোন ভাবেই তাহার ব্যবহার ভিত্তিক শ্রেণী পরিবর্তন করা যাইবে না। তবে উযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে এবং উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধি মোতাবেক অত্র বিধানবলী পরিবর্তন করা যাইবে।

(২) কৃষি জমি ব্যতীত অন্যান্য জমির সুরক্ষা।— কৃষি জমি ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণীর জমি একইভাবে সুরক্ষা করিতে হইবে, যাহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৫। **ভূমি জোনিং।—**(১) সরকার ভূমির বিদ্যামান বহুমাত্রিক ব্যবহার, প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ও ইহার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা এবং গুণাগুণ অনুযায়ী কৃষি, মৎস্য সম্পদ, পশু—সম্পদ, বন, চিংড়ি চাষ, শিল্পাঞ্চল, আবাসন প্রতিষ্ঠান, পযটন, প্রত্নতাত্বিক এলাকা, প্রাকৃতিক জীব-বৈচিত্র্য এলাকা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভূমির পরিকল্পিত ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত

করিবার লক্ষ্যে সারা দেশে পযটন, প্রত্নতাত্বিক এলাকা, প্রাকৃতিক জীব-বৈচিত্র এলাকা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভূমির পরিকল্পিত ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে সারা দেশে পযায়ক্রমে ভূমি জোনিং-এর ব্যবস্থা করিবে;

(২) যে সব ক্ষেত্রে ভূমি জোনিং করা হইবে তাহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৬। **বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ।**—ভূমি জোনিং বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন পর্যায়ে কমিটি থাকিবে এবং বযাহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৭। **অপরাধ, বিচার ও দন্ড।**—(১) এই আইনের ধারার ৪(১),৪(২) অথবা অন্য কোন ধারার বর্ণিত বিধান কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অমান্য বা লংঘন করিলে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যেই হউন না কেন, তিনি বা প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী ব্যক্তিবর্গ কিংবা তাঁহার/তাঁহাদের সহায়তা প্রদানকারী কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ সর্বোচ্চ ০৩(তিন) বছরের সশ্রম কারাদন্ড বা সর্বনিম্ন ০৩ (তিন) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং বর্ণিত কৃষি জমি সরকার কর্তৃক বায়েজাপ্ত করা হইবে;

(২) এই আইন অমান্য বা লংঘন এর বিচার ও বিস্তারিত দন্ডসমূহ বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৮। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—এই আইন কার্য্কর হওয়ার তারিখ হইতে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

৯। **জটিলতা নিরসনে সরকারের ক্ষমতা।**— এই আইনের কোন বিধানের অস্পষ্টতার কারণে উহা কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে সরকার অন্যান্য বিধানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা উক্ত বিধানের স্পষ্টিকরণ বা ব্যাখ্যা প্রদানপূর্বক উক্ত বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দিতে পারিবেন।

১০। **রহিকরণ ও হেফাজত।**—এই আইন জারির পর কৃষি জমি সুরক্ষা, ভূমি ব্যবহার এবং ভূমি জোনিং সংক্রান্ত ইতোপূর্বে বলবৎ সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা, ম্যানুয়াল, প্রজ্ঞাপন, নির্দেশনার কার্যকারিতা রহিত হইবে এবং এই আইন প্রাধান্য ও কার্যকরী হইবে।